Paper – IV
Different committee and commission after Independence

Indian constitution and education

- ভারতের স্বাধীনতা আইন পাস হয় ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই । সংবিধানের রচিয়তা হলেন বি আর আম্বেদকর ।
- বর্তমানে ২০২০ সালের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানে এখনো পর্যন্ত ১০৪ বার সংশোধনী হয়েছে । ভারতীয় সংবিধানের মোট ২৫ টি অংশ রয়েছে এবং ১২ টি তফসিলে (তালিকায়) মোট ৪৪৮ টি ধারা রয়েছে।
- ১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীতে সমাজতান্ত্রিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটি সংযোজিত হয় ।
- ২০০২ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনীতে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক পালনীয় কর্তব্যের সংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১ টি করা হয় ১১ নম্বর মৌলিক কর্তব্যটি হল - ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করা ।
- শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকারটি ভারতীয় সংবিধানে যুগ্ম বা যৌথ তালিকার অর্ন্তভূক্ত ।
- ভারতীয় সংবিধানের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত - যথা ১) রাজ্য তালিকা Stale List or List - II ২) কেন্দ্রীয় তালিকা Central or Union List or List – I ৩) যুগ্ম বা যৌথ তালিকা Concurrent List or List III ।
- ১৫ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে সমানাধিকারের কথা ।
- ১৫ (১) নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে নারী শিক্ষার কথা ।
- ১৬ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকদের সমান অধিকার থাকবে ।
- ৪৫ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে ১০ বছরের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে ।
- ৪৬ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে পিছিয়ে পড়া শ্রেনী ও তপশিলী জাতি ও উপজাতি দের জন্য শিক্ষা ও আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- ২৯ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে সরকার পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্টানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই সমসুযোগ প্রদান করতে হবে ।
- ৩০ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে ।

1. Radhakrishnan or University Or Higher Education Commission – (1948-49)

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন ১৯৪৮ সালে ৪ই নভেবর ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর সভাপতিত্বে ১০ জন সদস্যকে নিয়ে (যাদের মধ্যে ৭জন ভারতীয় ও ৩ জন বিদেশী শিক্ষাবিদ) 'বিশ্ব বিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা কমিশনী ` (University or Higher Education or Radhakrishnan Commission) নামে গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালে ৭৪৭ পৃষ্টা ব্যাপী " Report of the Higher or University Education Commission" নামে তাদের রিপোর্ট টি পেশ করেন। এই কমিশনের সম্পাদক ছিলেন ড. নির্মল কুমার সিন্ধান্ত ।

Major Recommendations of University Education Commission :- গুরুত্বপূর্ন সুপারিশগুলি হল -

- ‘ মাধ্যমিক শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার দূর্বলতম অংশ ’ হিসেবে মন্তব্য করেছেন রাধাকৃষ্ণান কমিশন।
- রাধাকৃষ্ণান কমিশনের মতে শিক্ষার কাঠামো - 12+3+2
- গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ (Rural University)
- শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমুপযোগী করে তোলার জন্য রিফ্রেসার কোর্স (Refresher Course) প্রবতর্নের সুপারিশ করেন ।
- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তর পর্যন্ত ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ত্রিভাষা সূত্রের কথা বলেছেন - ১) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ২) সর্বভারতীয় ভাষা হিন্দি ৩) ইংরেজি ।
- বিশ্ববিদালয়ে চার ধরণের শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেন - যেমন - ১) প্রফেসর ২)রিডার ৩) লেকচারার ৪) ইনস্ট্রাকটার ।

2. Mudaliar Or Secondary Education Commission – (1952-53)

স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন ‘ মুদালিয়র বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ’ ১৯৫২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর ড. লক্ষণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে ৯ জন সদস্য (যাদের মধ্যে ৭জন ভারতীয় ও ২ জন বিদেশী শিক্ষাবিদ) নিয়ে গঠিত হয়। কমিশন ১৯৫৩ সালে ৩১১ পৃষ্টার একটি রিপোর্ট Report of the Secondary Education Commission নামে (যেটি ১৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল) পেশ করেন।

Major Recommendations of Secondary Education Commission :- গুরুত্বপূর্ন সুপারিশগুলি হল -

- মুদালিয়র কমিশনের মতে শিক্ষার কাঠামো - 11+3+2
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পারদর্শীতা মূল্যায়নের জন্য নম্বর বা সাংখ্যমানের পরিবর্তে গ্রেড (Grade system or A,B, C, D, E) বা আক্ষরিকমান এর ব্যাবহারের সুপারিশ করেন ।
- সর্বাত্বক পরিচয় পত্র বা কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিদ্যলয় জীবনের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করার সুপারিশ করেন ।
- সপ্তপ্রবাহ পাঠ্যকমের (Seven stream of Curriculum) সুপারিশ করেন (সাতটি প্রবাহ গুলি হল - ১)মানবিক বিদ্যা ২) বিজ্ঞান ৩) কারিগরি বিদ্যা ৪) বাণিজ্য ৫) কৃষিবিদ্যা ৬) চারুকলা ৭) গার্হস্থ্য বিদ্যা)
- বহুমুখী বা মাল্টিপারপাস (Multipurpose School) বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন

১. **‘কোঠারী বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ’**১৯৬৪ সালের ১৪ ই জুলাই ড. দৌলত সিং কোঠারী এর নেতৃত্বে ১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় (যাদের মধ্যে ১১ জন ভারতীয় ও ৬ জন বিদেশী শিক্ষাবিদ গণ)। ১৯৬৬ সালের 29th June এই কমিশন তাদের রিপোর্ট টি ৬৯২ পৃষ্টার (যার মধ্যে মূল রিপোর্ট ছিল ৪৮৯ পৃষ্টা) যা ‘ শিক্ষা ও জাতীয় বিকাশ বা Education and National Development ’ নামে প্রকাশ করেন।

Major Recommendations of Indian Education Commission: - গুরুত্বপূর্ন সুপারিশগুলি হল -

- The destiny of India is being shaped in her classroom (ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তার শ্রেনীকক্ষে)
- কোঠারী কমিশনের মতে শিক্ষার কাঠামো - 10+2+3+2
- শিক্ষাকে উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এবং সমস্ত স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মঅভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে ।
- কমন বিদ্যালয় বা Common School জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে সাধারণ শিক্ষায় সমস্ত বিদ্যালয়কে কমন স্কুল বা সাব্রজনীন বিদ্যালয়ের রুপ দেওয়ার সুপারিশ করেন ।
- সমস্ত স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে NCC এবং NSS এর মতো কাজগুলিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে ।
- শিক্ষায় সমসুযোগ স্থাপনের সুপারিশ করেন ।
- ভারতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় হল - ১) ক্রেস ২) নার্সারি বিদ্যালয় ৩) কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ৪) মন্তেসরি বিদ্যালয় ৫) প্রাকবুনিয়াদি বিদ্যালয় ৬) বাল বিদ্যামন্দির ইত্যাদি।
- কোঠারী কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন সর্ম্পকিত বিষয়ের সুপারিশে SCE & SIE, IES গঠনের কথা বলেন
- শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটানোর জন্য কয়েকটি বিদালয় নিয়ে একটি করে বিদ্যালয় গুচ্ছ বা গড়ে তোলার সুপারিশ করেন। (School Complex)

২. জাতীয় শিক্ষানীতি (National Policy on Education)

- প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় ।
- দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় ।
- তৃতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ সালে ২১ শে এপ্রিল প্রকাশিত হয় । এই শিক্ষানীতিতে মোট ১২ টি অধ্যায় ছিল । (এগুলি হল - ১) ভূমিকা ২) শিক্ষার উপাদান ও ভুমিকা ৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যাবস্থা ৪) সাম্যের জন্য শিক্ষা ৫) বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পুর্নগঠন ৬) কারিগরি ও ব্যাবস্থাপনার শিক্ষা ৭) শিক্ষা ব্যাবস্থার সক্রিয়করন ৮) শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস ৯) শিক্ষক ১০) শিক্ষা ব্যাবস্থাপনা ১১) সম্পদ ও পর্যালোচনা ১২) ভবিষ্যত)
- ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল্যায়নের জন্য দুটি কমিটি গঠিত হয় - (১) আচার্য রামমূর্তি কমিটি (১৯৯০) (২) জনার্দন রেড্ডি কমিটি (১৯৯২) - এই দুই কমিটির রোপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর কিছু পরিবর্তন করা হয় যা ১৯৯২ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি বা প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন নামে পরিচিত।
- ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির গুরুত্বপূর্ন সুপারিশগুলি হল - ১) অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (Operation Blackboard) ২) নবোদয় বা পেস সেটিং বিদ্যালয় (Navodaya Vidyalaya) বা মডেল স্কুল স্থাপন ৩) প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে নূন্যতম শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করতে হবে (MLL) ৪) প্রতিটি জেলায় একটি করে DIET প্রতিষ্টা করতে হবে । ৫) CABE এর মতো রাজ্যস্তরে SABE গঠন করতে হবে ৬) ডিগ্রিকে চাকুরি থেকে বিচ্ছিন্নকরন করতে হবে ৭) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিষেষে সব শিক্ষার্থীদের জন্য সমসুযোগের ব্যাবস্থা করতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ এর মতে শিক্ষার কাঠামো - 10+2+3+2

Some important abbreviations

DIET – District Institute for Education and Training (DIET)
WBBPE – West Bengal Board of Primary Education.
DPEP – District Primary Educational Programme. (1993)
SSA - Sarva Shiksha Abhiyan. (2002)
JSN – Jana Shiksha Nilay.
NLM – National Literacy Mission. (1988 in New Delhi)
TLC – Total Literacy Campaign.
PLC –Post Literacy Campaign.
SCERT – State Council of Educational Research and Training. রাজ্য শিক্ষা গবেষনা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (1980 সালে 20th May সরকারী স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে গঠিত হয়)
NCERT – National Council of Educational Research and Training. (1961, 1st September) রাষ্ট্রীয় শিক্ষক অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ১৯৬১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এ ভারত সরকার কর্তৃক স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্টিত হয় । এর সদর দপ্তর দিল্লিতে অবস্থিত।
WBBSE – West Bengal Board of Secondary Education. (1950 18th may)
CBSE – Central Board of Secondary Education. (1951)
CABE – Central Advisory Board of Education. (1835)
RMSA – Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. (2009)
AIU – Association of Indian University. (1973)
UGC – University Grants Commission. (1956)
NCTE – National Council for Teacher Education. (1995 17th August)
NAAC – National Assessment and Accreditation Council. (2006, 1th may)
NUEPA – National University of Educational Planning and Administration
IGNOU – Indira Gandhi National Open University. (1985 20th December in New Delhi) Dr. B. R. Ambedkar Open University in Hyderabad, Andhra Pradesh set up on 6th August 1982, is the first Open University in India.
NSOU – Netaji Subhas Open University. (1997 25th November)
AICTE – All India Council for Technical Education (1945)
CSIR – Council of Scientific Institute of Research. (1926)
ICSSR – Indian Council of Scientific Social Research. (1982)
GCPI – General Committee for Public Instruction. (1823)
Bombay University (1857 the First university in pre independent India)
NAEP – National Adult Education Programme (1978, 2nd October)
MDMS – Mid Day Meal Scheme.
MLL- Minimum Level of Learning (১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত সুপারিশ)
WBSCVET – West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development. (2005)
NIRF – National Institutional Ranking Framework (29th August, 2015).
MHRD – Minister of Human Resource Development.

NISER – National Institute of Science Education and Research. (28th August, 2006 Bangalore)
SEC – Secondary Education Commission.
DISE - District Information System for Education.
DISE - Disk Image Special Edition. (For software)
DISE - Deployable Intelligence Support Element (For Military and Defence)
SUPW – Socially Useful Productive Work. . (কোঠারী কমিশনের সপারিশে উল্লেখিত)

IES – Indian Education Service.(কোঠারী কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন সর্ম্পকিত বিষয়ের সুপারিশে ঐউজ গঠনের কথা বলেন।)
SCE – State Council of Education.
SIE – State Institute of Education.
NSS – National Social Service/National Service Scheme.
NCC - National Cadet Corps.
UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund
(১৯৪৬ সালে প্রতিষ্টিত হয় এবং এর হেড কোয়াটার আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।)